প্রথম আলো

তারিখ 09 AUG 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

সাংসদের কারণে চতুর্থ শ্রেণির শিশুর পড়াশোনা বন্ধ!

ময়মনসিংহ অফিস ●

ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনের সাংসদ মজিবুর রহমান ফকিরের কারণে চতুর্থ শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার ওই শিক্ষার্থীর বাবা ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে এই অভিযোগ তোলেন।

ওই শিক্ষার্থীর নাম মুতাসিম গাহির। তার বাবা-মা দুজনই সরকারি গাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাসিমের বাবা মাজহারুল নোয়ার। তিনি গৌরীপুর উপজেলা রেকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গাধারণ সম্পাদক। মা রোজি লতানা গৌরীপুর পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত।

মাজহারুল আনোয়ার ছেলেকে পাশে রেখে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন, শিক্ষক হিসেবে বদলিজনিত কারণে তাঁর সঙ্গে সাংসদ মজিবুর রহমান ফকিরের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর জের ধরেই সাংসদের নির্দেশে গৌরীপুর পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মুতাসিমকে গত ২১ মে ছাড়পত্র দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে। অন্য দুটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলেও সাংসদের কারণেই তাকে ভর্তি করানো যায়নি।

মাজহারুল জানান, তিনি গৌরীপুরের ধুরুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় গত মার্চে গৌরীপুর পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

চতুর্থ শ্রেণির শিশুর পড়াশোনা বন্ধ!

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিদ্যালয়ে বদলির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি বদলির আনুমতি পান। মাজহারুলের অভিযোগ, সাংসদের অনুমতি ছাড়া (ডিও লেটার) বদলি হওয়ায় তাঁকে পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। তিনি এখনো আগের কর্মস্থলে আছেন।

মাজহারুল অভিযোগ করেন, তাঁর ছেলেকে পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র দেওয়ার পর তিনি পৌর শহরের সরযুবালা পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাকে ভর্তি করাতে যান। কিন্তু ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও সাংসদ মজিবুরের নির্দেশ পেয়ে মুতাসিমকে ভর্তি করাতে রাজি হননি। পরে তিনি ছেলেকে ভর্তি করানোর জন্য জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন। ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তাঁকে লিখিতভাবে জানান, সরযুবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বাদে অন্য যেকোনো বিদ্যালয়ে ছেলেকে ভর্তি করাতে। এরপর তিনি গত ২৫ জুলাই মুতাসিমকে নিয়ে পৌর শহরের শেখ লেবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে যান। মাজহারুলের অভিযোগ, সেখানকার প্রধান শিক্ষক আম্বিয়া আক্তার প্রথমে ভর্তি করাতে চাইলেও কিছুক্ষণের মধ্যে সাংসদের নির্দেশ পেয়ে আর ভর্তি করাননি।

মাজহারুল আনোয়ার আরও অভিযোগ করেন, গত ৫ জুলাই বিরোধ মীমাংসার জন্য সাংসদের সমর্থকেরা তাঁর কাছে দুটি শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) দাবি করেন। ছেলের কথা ভেবে তিনি কিনেও দেন। তারপরও সাংসদ তাঁর ছেলেকে কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে দিচ্ছেন না। সাংসদের লোকেরা এখনো তাঁকে ও তাঁর ছেলের পা ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়ে আসছেন। পরে ৩ আগস্ট তিনি গৌরীপুর থানায় সাংসদের চারজন সমর্থকের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাত ১০ থেকে ১২ জনের নামে হুমকি ও চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলা করেন।

মাজহারুল আনোয়ারের স্ত্রী রোজি সুলতানা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার ছেলে পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির ফার্স্ট বয়। ৩ আগস্ট থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হয়ে গেলেও তাঁদের ছেলে কোথায় ভর্তি হতে পারছে না। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। ছেলের ভবিষ্যতের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করছি।'

গৌরীপুর পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা বের করে দিইনি। মুতাসিমের বাবা অন্য স্কুলে ভর্তির করাবে বললে আমরা ছাড়পত্র দিয়েছি।'

গতকাল শনিবার বিকেলে সরযুবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেনের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। শেখ লেবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আম্বিয়া খাতুনের মুঠোফোনেও একাধিকবার ফোন করা হলে সেটিও বন্ধ পাওয়া যায়। ওই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওপরের নির্দেশে মুতাসিমকে ভর্তি করাতে পারেননি।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমার কাছে আবেদন করলে আমি বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে দেখার জন্য বলেছি।' উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জহির উদ্দিন মুঠোফোনে বলেন, 'কোনো এক কারণে সরযুবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।' শেখ লেবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির না করানোর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই।'

অভিযোগের বিষয়ে কথা বলার জন্য সাংসদ মজিবুর রহমান ফকিরের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।